ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 2 1999
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

কালিগঞ্জের ৫০ হাজার নিরক্ষর মানুষ উদ্ভাসিত শিক্ষার আলোয়

এস এম মনিরুজ্জামান, কালিগঞ্জ (গাজীপুর) থেকে : কালিগঞ্জ থানায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন 'অরুণোজ্জ্বল'-এর কার্যক্রম সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্তির পথে। থানার বক্তারপুর, কালিগঞ্জ, নাগরী, জামালপুর, জাঙ্গালিয়া তুমলিয়া, বাহাদুরসাদী ও জামালপুর ইউনিয়নে মোট ১ হাজার ৪১০টি শিক্ষাকেন্দ্রে সমসংখ্যক শিক্ষক ৪১ হাজার ৯৪৫ জন নিরক্ষর লোককে সাক্ষর জ্ঞান দিয়ে চলেছেন। এদের মধ্যে ১৯ হাজার ৩২৭ জন পুরুষ আর ২২ হাজার ৬১৮ জন মহিলা। বয়স তাদের ১১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে।

'৯৮ সালের ডিসেম্বরের ১০ তারিখ ছয় মাসের এ কার্যক্রমের শুরু। এ মাসে শেষ হওয়ার কথা। জানিয়েছেন খৈকড়ার ব্লক সুপারভাইজার মোঃ ইভাহিয়া মাস্টার।

কালিগঞ্জে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি থানার সর্বস্তরের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন শিক্ষাবিষয়ক স্লোগানসংবলিত প্রায় ৫০ হাজার প্রচারপত্র বিলি করেছে। এছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রসহ বিভিন্ন রাস্তার উল্লেখযোগ্য স্থানে সাইনবোর্ড স্থাপন, গ্রামীণ হাটবাজারে ঢোল, মাইকিং করা হয়েছে।

কালিগঞ্জ টিএনও সামসুল আলম থানার বিভিন্ন কেন্দ্রে সরজমিন পরিদর্শন এবং গাজীপুর জেলা প্রশাসক সামসুল হক কালিগঞ্জে উপস্থিত হয়ে গণশিক্ষা উদ্বুদ্ধকরণে সভা করেছেন। সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী, ইউনিয়ন পরিষদগুলোর চেয়ারম্যান-মেম্বাররা স্থানীয় সাংসদ আক্তারুজ্জামানকে নিয়ে মিটিং ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করেছেন। ফলে এ কর্মসূচি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এক্ষেত্রে মহিলারা অগ্রগামী। তাদের উপস্থিতি ও আগ্রহ সন্তোষজনক। অধিকাংশ মহিলা কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে- উপস্থিতি বেশ ভালো তবে ইরি, বোরো কাটার মৌসুম হওয়ায় পুরুষ কেন্দ্রে উপস্থিতি কম। মহিলারা ঘরদোর গুছিয়ে সাংসারিক জটঝামেলা মিটিয়ে বিকাল ৩টায় বই হাতে কেন্দ্রে চলে আসছে। কারো কারো সঙ্গে শিশু ছেলেমেয়েরাও উপস্থিত হচ্ছে বই নিয়ে। বক্তারপুর ইউনিয়নের দেউলিয়া কেন্দ্রে দেখা গেলো, বোবা মেয়ে কোহিনুর বেগম (১৩) ময়চান বেগম, জমিলা বেগম, মোসাম্মদ ওয়াজবান, মল্লিকা বেগম এদের প্রায় সবার বয়সই ৪০ ও এর ওপর।

দেউলিয়ার মেরী গমেজ এ প্রতিনিধিকে জানান, তিনি অত্যন্ত উপকৃত হচ্ছেন এই সাক্ষরতার মাধ্যমে। তার স্বামী প্রবাসে। তিনি এতোদিন স্বামীর কাছে তার মনের কথা লিখতে পারতেন না। এখন মোটামুটি মন খুলে কিছু না কিছু লিখতে পারছেন। কথা বলার সময় তার মুখে দেখা গেলো আনন্দের হাসি। এ ধরনের অনেকেই এগিয়ে এসেছেন অন্ধকার থেকে আলোর ভুবনে।

এই সাক্ষর দান আন্দোলনের পর পরই শুরু হতে যাচ্ছে লাইব্রেরি কর্মসূচি। যেসব নিরক্ষর সাক্ষর জ্ঞান লাভ করেছে তারা যাতে নিয়মিত পাঠরত থাকে সেজন্য প্রতি পাঁচটি কেন্দ্র নিয়ে একটি লাইব্রেরি হবে। এই লাইব্রেরি থেকে বয়স্ক শিক্ষার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বই-পেপার পড়ে পড়ে শিক্ষা চর্চায় লিপ্ত থাকবে। প্রতি লাইব্রেরিতে একজন লাইব্রেরিয়ান থাকবেন। পাঁচটি কেন্দ্রের পাঁচজন শিক্ষক থেকে যিনি সবচেয়ে ভালো শিক্ষক বলে প্রমাণিত হবেন তিনিই নিযুক্ত হবেন লাইব্রেরিয়ান।